দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... 11 ... কলাম ... 1 ...

262

নাটোরে বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দ্বিতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে নাটোরে কয়েকদিন অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ঐ সময় স্কুল-কলেজের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা ডুবে গিয়েছিল গবেষণাগারের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির মধ্যে। মেতে উঠেছিল নতুন নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনায়। উপস্থাপিত করেছিল অগণিত দর্শকের সামনে আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর।

মহকুমা পর্যায়ে এই সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সপ্তাহ বা বিজ্ঞান প্রদর্শনী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। নাটোরের মহকুমা প্রশাসক ২৯শে সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে তিনটায় সকল স্তরের এক বিরাট দর্শকের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন প্রদর্শনী। এর আগে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ময়েজউদ্দিন আহমদকে সম্পাদক করে ২২ সদস্যের একটি কার্যকর কমিটি এবং একাধিক উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

নাটোর নবাব সিরাজউদ-দৌলা কলেজের সুবৃহৎ বিজ্ঞান গবেষণাগারে অনুষ্ঠিত হয় এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী। চারটি স্থানীয় কলেজ এবং পাঁচটি স্কুল ছাড়াও কয়েকজন স্থানীয় বিজ্ঞানোৎসাহী এতে অংশ গ্রহণ করে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগসমূহ থেকে ২ শতাধিক আকর্ষণীয় ও চমক প্রদ প্রদর্শনী সামগ্রী এতে উপস্থাপিত করা হয়। একটি মফস্বল শহরে সীমিত সময়ে এবং সীমিত অর্থে বিজ্ঞান বিষয়ক এরূপ প্রদর্শনী সফল হবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকলেও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উপস্থাপিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী দর্শকদের মনে আবেদন এবং আলোড়ন দুই-ই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রদর্শনীর এই ছটি দিন বৃদ্ধ-যুবা, মহিলা-শিশু, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ছাত্র শিক্ষক, অধ্যাপক, কৃষক, শ্রমিক, সরকারী, বেসরকারী প্রভৃতি সকল স্তরের অগণিত মানুষ প্রদর্শনী দেখেছে তন্ময় হয়ে আর বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে বিস্মিত হয়ে রিে গেছে। বস্তুত, এ সময় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজ যেন একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

উপরে ঃ নাটোরে বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে দর্শকদের ভিড়। নীচেঃ বিজ্ঞান সপ্তাহ শেষে পুরস্কার বিতরণী।

প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে নাটোর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শিত বিষয়সমূহ কলেজ পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করে। এই পর্যায়ে রসায়ন বিভাগে অর্পণা পাল স্নো ও নেইল পালিশ তৈরি করে, পদার্থবিদ্যা বিভাগে মোঃ জাহেদ হোসেন লেবু দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন পদ্ধতি দেখিয়ে, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে মোঃ আবদুস সালাফ উদ্ভিদের প্রস্বেদন পরিমাপ পদ্ধতি (গ্যালংস পটোমিটার প্রদর্শন করে এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিদ্যুৎ নারায়ণ সরকার মানুষ ও ঘোড়ার ক্রমবিবর্তন পদ্ধতি দেখিয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। এরা সকলেই নাটোর নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজের ছাত্রছাত্রী। স্কুল পর্যায়ে সরকার উচচ বালক বিদ্যালয়ের মোঃ মনজরুল হক ট্রান্সমিটার তৈরি করে, একই স্কুলের মোঃ জহিরুল আজম রকত চলাচল পদ্ধতি দেখিয়ে এবং সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের মোবেদা খানম ও পারভীন আখতার আগুনের খেলা দেখিয়ে যথাক্রমে পদার্থ, উদ্ভিদ এবং রসায়ন বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়া উদ্ভাবনীমূলক আবিষ্কারক হিসেবে নাটোরের জনৈক মোঃ নজরুল ইসলাম নিশাদল প্রস্তুত করে মৌলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আবিষ্কারকের মতে এই নিশাদল বিদেশী যে কোন নিশাদলের সাথে তুলনীয়। উল্লেখ্য যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে তাদের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা। স্কুল বিভাগের বিতর্কে স্থানীয় মহারাজা উচচ বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ খোরশেদ আলম এবং কলেজ বিভাগে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজের মোঃ আবদুল মন্নাফ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

প্রদর্শনী শেষে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তা হলো যারা বিজ্ঞান সপ্তাহে কিছু উদ্ভাবন করেছে অথবা কিছু অবদান রেখেছে তাদের এই উদ্ভাবন কাজে লাগানো হবে কি না। তাদের জিজ্ঞাসা, যদি নাই করা হয় তাহলে এত টাকা খরচ করে এগুলি করার অর্থ কি? কোথায় এর সার্থকতা?